International Journal of Applied Research 2019; 5(7): 230-236

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(7): 230-236
www.allresearchjournal.com
Received: 14-05-2019
Accepted: 18-06-2019

সুজয় দাস
গবেষক সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Correspondence
সুজয় দাস
গবেষক সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত বিভাগ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বৈদিকযুগীয় সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবন

সুজয় দাস

সারসংক্ষেপ
এই প্রবন্ধে বৈদিক সাহিত্য বিশেষ করে বৈদিক সংহিতাগুলি থেকে বৈদিকযুগীয় সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধিত তথ্য সংগ্রহ করে বৈদিকজাতির একটি সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনের দিকগুলি, যেমন- বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার-তন্ত্র, খাদ্য-পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জীবিকা, উপার্জন এবং শ্রমবিভাগ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, অর্থনৈতিক উৎস বিশেষ করে কৃষি, পশুপালন, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ শব্দসূচী
বিশ্, পুর্, পুর, ত্রিপুর, মহাপুর, দুরোণ, হর্ম্য, পস্ত্যা, সুবাস্তু, নিমিত, মিত, প্রবর্ত, নীবি, কর্মার, ধীবান, রথকার, সুবাসা, উর্ণাবতী, দূর্শ, পবস্ত, কৃশন, পতত্রি, শতারিত্রা, মনা, ক্ষেত্র, উর্বরা, কৃষন্তঃ, বপন্তঃ, লুনন্তঃ, মৃণন্তঃ, সীরা, কীনাশ, পর্ষ, খলিয়ান, উলূখল, মূসল, তিতউ, শূর্প, করীষিণী, ঈতি, উর্ণা ইত্যাদি।

ভূমিকা
ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হল বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থগুলিতে বিশেষ করে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ (শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ) এবং অথর্ববেদে বৈদিকজাতির সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধিত অনেক তথ্যের সমাবেশ আছে। ঋষি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে পরমেশ্বর নিশ্বসিত বৈদিক মন্ত্রগুলি দর্শন করেছেন। ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই অপৌরুষেয় মন্ত্রগুলি এবং তা বেদমাতারূপে আজ বিশ্ব-জগতে বিরাজমান। বৈদিক মন্ত্রগুলিতে প্রতিভাত হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনা। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনা নয়, সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবন চেতনার দ্বারাও বৈদিক মন্ত্রগুলি সমৃদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যের প্রগাঢ় অনুশীলনের দ্বারা বোঝা যায় বৈদিকযুগে সমাজিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবন কীরূপ ছিল। এই সকল বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন আজও ঠিকমত হয়নি। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ করে বেদ ভারতীয় ঐতিহ্যের আকর বিশেষ ও বৈদিক সভ্যতার মুখপত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাক্ষী এই বেদ ভারতীয় মনীষির এক অপূর্ব নিদর্শন। তাই এই বিপুল সম্ভার জ্ঞানের খনি থেকে জ্ঞান আহরণ করে মানব সম্মুখে উপস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা
প্রধানতঃ বৈদিক সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। প্রত্যেক গৃহে পিতার প্রাধান্য ছিল। স্ত্রী, পুত্র-পুত্রী, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যা তাঁর অধীনে থেকে জীবন অতিবাহিত করত। পিতা কেবলমাত্র পুত্রেরই নয় কন্যারও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করত। সমাজে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল[1]। আবার সমাজে বিধবা বিবাহপ্রথাও প্রচলিত ছিল[2]।

[1] ঋ. বেদ- ১০.৮৫ (দ্রষ্টব্য - সূক্তটি 'বিবাহসূক্ত' নামে পরিচিত)

[2] যা পূর্বং পতি বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ।। (অ. বেদ- ৯.৫.২৭)
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি।। (অ. বেদ- ৯.৫.২৮)

অথর্ববেদে ঋগ্বেদের প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়।

সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল[3]। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (ঋ. বেদ- ১০.৭৫) চার বর্ণের উৎপত্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে। অথর্ববেদের যুগে তৃতীয় বর্ণের লোকেরা (বৈশ্য বা বিশ্) জীবিকা ও বৃত্তির জন্য চতুর্থ বা অধম বর্ণ শূদ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিল। সম্ভবত কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য বৈশ্যদের প্রধান জীবিকা রূপে স্থান লাভ করে এবং শূদ্র সমাজে শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে গণ্য হয় (অর্থশাস্ত্রানুসারে)। অথর্ববেদ সংহিতা, কাঠক সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় এর প্রমাণ আছে। এছাড়াও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য এবং তাঁদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ অথর্ববেদে পাওয়া যায়। তাঁরা চতুর্বর্ণের মধ্যে ত্রিবর্ণের চেয়ে পৃথক তা জানানোর এক অপূর্ব উপায় অবলম্বন করেছিল[4]। এই বেদেই ব্রাহ্মণদের লোলুপতা, শঠতা এবং তাঁদের সুযোগ- সুবিধা ও অধিকারের দাবি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে[5]। অন্যান্য গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে, কিন্তু তা যে সমাজের সকল ব্রাহ্মণদেরই সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি তা নাও হতে পারে। চরিত্র মাধুর্য্যে ও বুদ্ধিবলে এঁদের অনেকেই সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন লাভের উপযুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিবার-তন্ত্র

বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধান হল পিতা, যার ছত্র-ছায়ায় সকলেই আনন্দের সঙ্গে বসবাস করত। বৈদিকযুগে নগরের অস্তিত্ব বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বৈদিক সমাজ প্রধানতঃ গ্রাম্য সমাজ ছিল কিন্তু তাই বলে নাগরিক জীবনের অস্তিত্বের অভাব মেনে নেওয়া একে বারেই যায় না। 'নগর'[6] শব্দটি স্বতন্ত্র্য ভাবে আরণ্যকে পাওয়া যায়। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'নগরী জানশ্রৌতেয়'[7] ব্যক্তিবাচক নামে একটি পদ উপলব্ধ হয়। তবে বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত 'পুর্' এবং 'পুর' এই দু'টি শব্দ সন্দেহের অবকাশ রেখেছে। 'ত্রিপুর'[8], 'মহাপুর'[9] নিসন্দেহে কোনো বৃহৎ বাসস্থানের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈদিক সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ। বৈদিকজাতির অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বৈদিক গ্রাম থেকেই পূরণ হতো। নিজেদের আবশ্যকতা পরিপূরণের জন্য অন্য গ্রামের উপর কখনই নির্ভরশীল ছিল না। গ্রামে বসবাসকারী বৈদিকজাতি অন্ন, ভোজ্য-পদার্থ ইত্যাদি কৃষিকর্ম দ্বারা এবং দুধ, ঘী ইত্যাদি পশুপালনের দ্বারা উৎপন্ন করত। পরিবারের সকলেই এই কার্যে হাত লাগাতো। পরিবারের সকলের থাকার জন্য স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করা হত। বৈদিক মন্ত্রগুলিতে গৃহের অর্থ সূচিত করার জন্য বাস্তু, আয়তন, দুরোণ, হর্ম্য, পস্ত্যা, সুবাস্তু ইত্যাদি পদের প্রয়োগ আছে। এই সব পদগুলি গৃহের বিভিন্ন আকার-আকৃতির অর্থ প্রকাশ করে। অথর্ববেদের[10] দু'টি সূক্তে গৃহ নির্মাণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক গৃহে প্রয়োজনানুসারে আলাদা-আলাদা কক্ষ তৈরী করা হতো। এই গৃহগুলি মাপার জন্য 'নিমিত' এবং 'মিত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে-

ব্রহ্মণা শালাং নিমিতাং কবিভির্নিমিতাং মিতাম্।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং শালামমৃতৌ সৌম্যং সদঃ।। (অথর্ববেদ- ৯.৩.১৯)

বৈদিকদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অথর্ববেদে[11] একটি সম্পূর্ণ সূক্ত পাওয়া যায়। এই সূক্তে আতিথ্যের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় আরণ্যকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অতিথির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান বা আতিথ্য সংস্কার গৃহকর্মের এক অবিভাজ্য অংশ ছিল।

খাদ্য-পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ

বৈদিকদের খাদ্য ছিল সহজ-সরল, পুষ্টিগুণ সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবর্ধক সাত্ত্বিকগুণযুক্ত এবং কিঞ্চিৎ তামসিক খাদ্য তালিকায় দুধ এবং ঘী-এর প্রাচুর্য ছিল। ঋগ্বেদ অধ্যয়নের দ্বারা জানা যায় যে, ভারতীয়দের সবচেয়ে প্রাচীন খাদ্য হল যবের রুটি এবং ভাত (ধান)। যবের উল্লেখ ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রীহি শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে নেই । তবে পরবর্তী সংহিতাগুলিতে এই শব্দের উল্লেখ আছে। যাঁতাতে যব পিষে আটা তৈরী করে রুটি করা হতো[12]। পানীয় হিসাবে আর্যজাতি সোমরস পান করতো। অথর্ববেদের যুগে বিভিন্ন প্রকার ভোজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তেজক পানীয় সুরাকে আমরা ঋগ্বেদের যুগেই পাই, অথর্ববেদেও তার উল্লেখ আছে। যদিও সাধারণ পানীয় হিসাবে এর চলন ছিল, তবুও সুরার জন্য মত্ততা, কলহ ইত্যাদিকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে-

যথা মাংসং যথা সুরা যথাক্ষা অধিদেবনে।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতেমনঃ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্।। (অথর্ববেদ- ৬.৭০.১)

ব্রীহি, ধান এবং দুধ এ-যুগের প্রধান খাদ্য ছিল। যজ্ঞীয় পুরোডাশ (পিঠে) এবং সোমরস তা পুরোহিতদের জন্যে ছিলই। যাতুবিদেরা নানারকম খাদ্য ও ভোজ্য তৈরী করত।

বৈদিক সাহিত্যে পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি এতই অল্প যে, তৎকালিন সময়ের একটি পূর্ণাঙ্গ দশার পরিচয় প্রকাশ পায় না। তা-সত্ত্বেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া তা একত্রিত করে সেই যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে একটি মুখপত্র উপস্থাপন করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পোশাক-পরিচ্ছদ সূতি, রেশম, পশম ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হত। এছাড়াও চামড়ার তৈরী অজিন এবং কুশের তৈরী বস্ত্রও পরিধান করা হত। ঋগ্বেদের[13] অনেক মন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার অজিনের উল্লেখ আছে। শঙ্খকে অথর্ববেদে তাবিজ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে অথর্ববেদে উল্লিখিত অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ ঋগ্বেদে বর্ণিত পোশাকের ন্যায়। অথর্ববেদে ব্যবহৃত 'প্রবর্ত'[14] শব্দটি সম্ভবত কান্ বালার দ্যোতক। বৈদিক সমাজে নারী ও পুরুষের পোশাকের পার্থক্য ছিল কি না, বোঝা শক্ত। তবে নারী ও পুরুষের পোশাকের বিশেষ পার্থক্য ছিল না বলেই মনে হয়।

[3] "Caste brought a change in socio-economic life"(Bandyopadhyaya)
[4] অ. বেদ- ৩.৫.৭ (পৈপ্পলাদ শাখা) এখানে আর্য, রাজন্য, বৈশ্য এবং শূদ্রের উল্লেখ আছে।
[5] অ. বেদ- ৫.১৭.৯ , ৫.১৮.৯,১০
[6] তৈত্তি. আর.- ১.১১.৮
[7] ঐত. ব্রা.- ৫.৩০
[8] বাজ. সং.- ৬.২৩,শত. ব্রা.- ৬.৩.৩.২৫, ঐত. ব্রা.- ২.১১
[9] 'বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি' (তৈত্তি. সং.- ৬.২.৩.১)
[10] অ. বেদ- ৩.১২ এবং ৯.৩ (সম্পূর্ণ সূক্ত)
[11] অ. বেদ- ৯.৬ (সম্পূর্ণ সূক্ত)
[12] ঋ. বেদ- ৪.১৪.৫
[13] ঋ. বেদ-১.৬৬.১০, ৭.২.৩, ঐত. ব্রা.- ১.১.৩
[14] 'হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ'।। (অ. বেদ-১৫.২.৫)

মোটামুটি ভাবে নারী ও পুরুষ[15] উভয়ের সজ্জাতেই অন্তর্বাস, বহির্বাস এবং বক্ষ-আচ্ছাদন ছিল। অথর্ববেদে[16] নীবি নামে এক অন্তর্বাসের উল্লেখ আছে। এছাড়া অঙ্গশোভা করতে নিষ্ক, রুক্ম, মণি ইত্যাদি অলঙ্কার পরিধান করত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বৈদিকজাতি সেই প্রাচীন অবস্থাকে উত্তীর্ণ করে এসেছিল যখন মানবজাতি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ফল-মূল অথবা শিকার করা পশুমাংসের উপর নির্ভরশীল ছিল। বৈদিকজাতি সুব্যবস্থিত রূপে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুসংগঠিত বাসস্থান এবং সমাজ নির্মাণ করেছিল। ধীরে ধীরে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। মূলত কৃষি এবং পশুপালনই হল তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার মূলভিত্তি।

জীবিকা, উপার্জন এবং শ্রমবিভাগ

বৈদিকজাতি কৃষিকর্ম এবং পশুপালন ছাড়াও অন্যান্য জীবিকার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য পরিশীলনের দ্বারা জানা যায় যে, তৎকালিন সময়ে বৈদিকজাতি তক্ষন্ (কাঠেরমিস্ত্রি), কর্মার (কামার), ভিষক্ (চিকিৎসক), কারুশিল্পী, কুলাল (কুমোর), রথকার, কৈবর্ত, নিষাদ (পশুশিকারী), বায় (জামা-কাপড় সেলাইমিস্ত্রি) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবিকাকে গ্রহণ করেছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১.১১২) এই সকল জীবিকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সুন্দর নৈসর্গিক বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বাধীনভাবে বৈদিকগন এই পেশাগুলিকে গ্রহণ করতো, কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। অতএব ছুতোর, কুমোর, কামার ইত্যাদি নীচু জাতির লোক ছিল অথবা এঁরা আলাদা একটি জাতি তৈরী করে ছিল, এইরূপ অপবাদ বৈদিক যুগের ক্ষেত্রে নিতান্ত অশোভনীয় । ঋগ্বেদে একটি সূক্তে (১০.৭২.২) এবং অথর্ববেদে একটি সূক্তে (২.৫.৬) অতি সম্মানের সঙ্গে কর্মার বৃত্তির উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে কর্মার, ধীবান এবং রথকার এই তিনটি বৃত্তিকে কারিগরি বিদ্যার তালিকায় রাখা হয়েছে –

যে ধিবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্।। (অথর্ববেদ- ৯.৩.১৯)

এছাড়াও তন্তুবায় এবং তাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়[17]। সিন্ধু নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলকে সূতি এবং পশমের (ঊর্ণা) কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই সিন্ধুকে 'সুবাসা' এবং 'ঊর্ণাবতী' বিশেষণে অলঙ্কৃত করা হয়েছে[18] । আবার মরুৎদেবতাকে পরূষ্ণীর পশমের তৈরী শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে[19]।

বৈদিকযুগে কৃষিজাত দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করা হত । সেই সময় ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল । যারা ব্যাবসা-বাণিজ্য করতো তাদের 'বণিক' বলা হত এবং সেই কর্মকে 'বাণিজ্যা' বলা হয় । বৈদিককালে পণি নামে একটি জাতি(বণিক শ্রেণী) স্থলপথে এবং জলপথে বিভিন্ন দ্রব্যের আদান-প্রদান করতো। অথর্ববেদে[20] দূর্শ (বস্ত্র), পবস্ত (চাদর এবং অজিন চর্ম) ক্রয় করার উল্লেখ আছে। সমুদ্রপথেও তৎকালিন সময়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য করা হত। যদিও এই বিষয়ে পাশ্চাত্য বিদ্বানদের ধারণা ছিল যে, ঋগ্বেদের সময়ে বৈদিকরা সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের গভীর অনুশীলনের দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঋগ্বেদের মন্ত্রে সাধারণ নৌকা ছাড়াও একশত ডাঁর যুক্ত 'শতারিত্রা' বৃহৎ নৌকার স্পষ্ট উল্লেখ আছে[21]। এই গুলিকে 'পতত্রি' বলা হয়েছে। এখানে পতত্রি অর্থাৎ পালের সঙ্গে তুলনীয়[22]। নাসত্যৌ (অশ্বিদ্বয়) দ্বারা তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুকে মাঝ সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজসহ উদ্ধারের কাহিনীই সমুদ্র যাত্রার প্রামাণ্যস্বরূপ[23]। আবার বরুণদেবের স্তুতি করার সময় শুনঃশেপ ঋষি বলেছেন-*বেদা বোনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্, বেদা নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।* (ঋ. বেদ-১.১৫.৭), সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে বৈদিকরা সমুদ্রের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদে মুক্ত 'কৃশন'[24] নামে পরিচিত। সুতরাং বৈদিকরা অবশ্যই জাহাজে সমুদ্র পারাপার করে ব্যাবসা-বাণিজ্য করত। অথর্ববেদে একটি সমগ্র সূক্তে[25] বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের কথা ব্যক্ত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋগ্বেদীয় যুগে শ্রমবিভাগ প্রাধান্য পায়নি, কারণ তখন একই গৃহের সদস্যরা ভিন্ন-ভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

অর্থনৈতিক আদান-প্রদান

পৃথিবীর ইতিহাসে সব প্রাচীন দেশেই আদিম বিনিময় ছিল দ্রব্যবিনিময়ের মাধ্যমে একটি জিনিষের পরিবর্তে আর একটি জিনিষ দেওয়া বা নেওয়া হত। এটি ছিল সরল দ্রব্যবিনিময়ের যুগ। ধীরে ধীরে সমাজে জটিলতা দেখা দিল, ধাতব যুগে জনসাধারণে প্রচলিত সাধারণ কোন এক জিনিষ বা প্রাণীকে বিনিময়ের মাধ্যাম বলে ধরা হতো। বৈদিক যুগে প্রথম দিকে বৈদিকদের কাছে গরু-ই ছিল ধনসম্পত্তি। এজন্য গরুকে গো-ধন বলা হতো, গরু দিয়ে সোম কেনা হতো, বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ গরু দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরুর দামের সমান, তার দ্বিগুন, তার অর্ধেক বা সিকি দামও স্থির করে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় চলত। কিন্তু এর থেকে কম ভগ্নাংশ স্থির করা দুঃসাধ্য ছিল। ফলে প্রয়োজন হল আরও সরল এবং হালকা কোনো বিনিময় মাধ্যমের। এক্ষেত্রে ধাতুই ছিল সহজতর এবং সুবিধাজনক মাধ্যম। প্রথমদিকের মাধ্যম হিসাবে ধাতুর তাল কেনা-বেচায় কাজ চলতো, পরে ধীরে-ধীরে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত হয়। দ্বিধাতুমান সভ্যতার অগ্রগতিরই পরিচায়ক। বৈদিক সাহিত্যে বিনিময়ের এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে। এখানে

---

[15] ঋ. বেদ- ৮.২৬.১৩, অধিবস্ত্রা= উপরিনিহিতবস্ত্রা (সায়ণ)

[16] অ. বেদ- ৮.২.১৬, নীবি-inner wrap: Whitney ,অ. বেদ- ১৪.২.৫৯, ৮.৬.২০, নীবি-under-garment: Whitney

[17] ঋ. বেদ- ১০.২৬.৬, নাহং তন্তু ন বিজানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ। (ঋ. বেদ- ৬.৯.২), ঋ. বেদ- ১০.৭১.৯, তৈত্তি. সং- ৬.১.১.৪, বাজ. সং- ১৯.৮০, ঋ. বেদ- ১০.১৩০.২

[18] স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে মুভগা মধুবৃধম্।।(ঋ. বেদ- ১০.৭৫.৮)

[19] উত স্ম তে পরুষ্ণ্যামূর্ণা বসত শুন্ধ্যবঃ।(ঋ. বেদ- ৫.৫২.৯), এখানে 'শুন্ধ্যবঃ' পদের অর্থ হল রঙ্গীন পশমের বস্ত্র।

[20] অ. বেদ- ৪.৭.৬

[21] শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্।(ঋ. বেদ-১.১১৬.৫)

[22] ঋ. বেদ- ১০.১৪৩.৫

[23] ঋ. বেদ-১.১১২.৬, ৬.৬২.৭, ১০.৪০.৭, ১০.৬৫.১২

[24] অভীবৃতং কৃশনৈর্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।(ঋ. বেদ- ১.৩৫.৪)

[25] অ. বেদ- ৩.১৫

শুধু যে সরল দ্রব্যবিনিময়ই[26] ছিল তাই নয়, গরুকেও বিনিময়ের মাধ্যম করা হতো; তাছাড়া সোনা ও রূপার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বৈদিক যুগে সোনার ব্যবহার আদৌ হতো কিনা এ বিষয়ে প্রবল বিতর্কের অবকাশ আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। ঋগ্বেদে নিষ্ক ও মনার কথা আছে। নিষ্কের নানারূপ অর্থ ঐ সংহিতাতেই পাওয়া যায়। কোথাও ১০০ নিষ্ক দেওয়া হচ্ছে কারো শ্রমের পুরস্কার হিসাবে, কোথাও নিষ্ক কণ্ঠাভরণ বা নেকলেশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও নিষ্ক যেন গিনি জাতীয় মুদ্রা। অথর্ববেদের বহু জায়গাতেও 'নিষ্ক' শব্দটি ব্যবহার আছে। ঋগ্বেদে 'মনা' শব্দটি এক প্রকার ভিন্ন ওজনের 'স্বর্ণমুদ্রা' বলেই মনে হয়। নিষ্কের বিষয়ে ম্যাকডোনেল ও কীথের মত[27] ভেবে দেখার মতো। নিষ্ক যে, সব সময়েই সোনার গহনাকে বুঝাত, তা নাও হতে পারে। স্বর্গত অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি সোনা বা রূপার টাকা বিশেষ ছিল, কণ্ঠাভরণ রূপে ঐ মুদ্রাগুলিকে একত্রে গেঁথে পরা হতো। অতএব ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের যুগই যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচুর প্রচলন ও ব্যবহার ছিল তা যথাক্রমে দানস্তুতিগুলি ও কুন্তাপসূক্তগুলিতে নিষ্কের মুদ্রারূপে বারবার ব্যবহারের উল্লেখ দেখলেই বোঝা যায়।

অর্থনৈতিক উৎস

বৈদিকযুগে আর্থিক জীবনের উন্নতির পরিচয় বৈদিকগ্রন্থগুলিতে যত্র তত্র পাওয়া যায়। তৎকালিন সময়ে অর্থনৈতিক উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম হল কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন জীবিকা প্রভৃতি। এই সকল উৎসগুলির সামান্য পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল-

কৃষি

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। সাধারণত কৃষিপ্রধানদেশ হওয়ার জন্যই ভারতীয়দের নিকট ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বৈদিকদের ধারণা ছিল মানব কল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম দেবতাগণ কৃষিকার্য শুরু করেছিলেন। কৃষির মুখ্য উপাদান ভূমিই। এই কারণে যজুর্বেদে উল্লিখিত হয়েছে – 'ভূমিরাবপনং মহৎ' (বা.সং.-২৩.৪৬) অর্থাৎ কৃষির মহৎ স্থান ভূমিই এবং এই ভূমিই কৃষিকে ধারণ করে আছে[28]।যজুর্বেদে উর্বরা ভূমিকে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন ফসলকে প্রণাম করা হয়েছে- 'নমঃ উর্বরায় চ খল্যায় চ' (বাজ.সং.- ১৬.৩৩)। এই মন্ত্রে প্রাপ্ত 'উর্বরায়' পদটির উব্বট এবং মহিধর একই করেছে অর্থ করেছেন। যথা- 'উর্বরঃ সীতয়োঃ সর্বসস্যাঢ্যয়োঃ সীতয়োর্লাঙ্গলমার্গয়োরন্তরম্।' এবং 'উর্বরা সর্বসস্যাঢ্যা ভূঃ তত্র ধান্যরূপেণ ভব' অর্থাৎ এমন এক ভূমি যেখানে সকল শস্য উৎপন্ন হয়। অথর্ববেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উর্বরা (উর্বর) ভূমিতে রোপণ করা বীজ সঠিকভাবে অঙ্কুরিত হয় –

যথা বীজমুর্বরায়াং কৃষ্টে ফালেন রোহতি। (অ.বেদ- ১০.৬.৩৩)

শতপথ ব্রাহ্মণে কৃষিভূমিকে 'ক্ষেত্র' বা 'উর্বরা' বলা হয়েছে[29]। এইসব তথ্য দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, বৈদিকযুগে কৃষকদের নিকট উর্বরভূমিই ছিল কৃষিকার্যের মুখ্য অধার। প্রতিবৎসর উর্বরভূমি কর্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদন করা হত। অতএব প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে এই ভূমিতে কৃষিকার্য করার জন্যই উর্বরভূমি কৃষকদের নিকট জীবন-জীবিকার প্রধান মাধ্যমরূপে বিবেচিত হয়েছিল। ম্যাকডোনেল এবং কীথ – এর মতে 'ক্ষেত্র' পদের অর্থ সর্বত্র পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট নয়, তবুও সামান্য অর্থে পদটি কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ভূমিরই দ্যোতক[30]। যেরূপ আমরা ভূমি ছাড়া কৃষিকার্যের কল্পনা করতে পারিনা সেইরূপ জল ছাড়া কৃষিকার্য সম্পূর্ণ অসম্ভব পরিকল্পনা। বৈদিকযুগে কৃষির জন্য জলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা কীরূপ, তা যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে – সং মা সৃজামি পয়সা পৃথিব্যাঃ সং মা সৃজাম্যদ্ভিরোষধীভিঃ। সোঽহং বাজম্ সনেয়মগ্নে। (বা.সং.-১৮.৩৫)। ঋগ্বেদ[31], যজুর্বেদ[32], অথর্ববেদ[33] এবং তৈত্তিরীয় সংহিতাতে সেচনকার্যে ব্যবহৃত জলের বিভিন্ন প্রকার উৎসের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাণ। ঋগ্বেদে[34] চারপ্রকার জলের বর্ণনা পাওয়া যায়। যজুর্বেদে[35] সেচনকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জলের উৎস জলের উৎস এবং সাধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অনুরূপ মন্ত্র (তৈ.সং.-৪.৫.৭.১-২) পরিলক্ষিত হয়, যেখানে একই প্রকার জলের উৎস এবং সাধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অপর একটি মন্ত্রে[36] উপরোক্ত জলের উৎসগুলি ছাড়াও হ্রদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে তিনটি সূক্তে[37] বিভিন্ন প্রকার জলের উৎসের

---

[26] অ. বেদ- ৩.১৫, ১২.১৫.৪

[27] "As early as the R. V., traces are seen of the use of niska as assort of currency , for, a singer celebrates the receipt of a hundred studs and a hundred niskas. He could hardly require the niskas merely for purposes of personal adornment".(Vedic Index 1, p-455)

[28] 'আয়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বা কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা' (বা.সং.- ১৪.২১)

[29] 'ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উ হি নূন্যমেনদ্যজ্ঞৈরসিষ্বদংত্সাপি জঘন্যে' (শত. ব্রা.- ১.৪.১.১৬)

[30] Vedic Index, ভাগ- ১,পৃ.- ২৩৪

[31] যাআপোদিব্যাউতবাস্রবন্তিখনিত্রিমাউতবাযাঃস্বয়ঞ্জাঃ।
সমুদ্রার্থাযাঃশুচয়ঃপাবকাস্তাআপোদেবীরিহমামবন্তু ।। (ঋ.বেদ- ৭.৪৯.২)

[32] নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ।। (বা.সং.-১৬.৩৭)
নমঃ কূপ্যায় চাহবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ। (বা.সং.-১৬.৩৮)

[33] শং ন আপো ধন্বন্যা শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ।। (অ.বেদ-১.৬.৪)
শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শং তে সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং তে খনিত্রিমা আপঃ শং যাঃ কুম্ভেভিরাভৃতাঃ।। (অ.বেদ- ১৯.২.২)
অপো দেবীরূপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ।। (১.৪.৩)
শং ত আপো হৈমবতী শমু তে সন্তূৎস্যাঃ।
শং তে সনিষ্যদা আপঃ শমুঃ তে সন্তু বর্ষ্যাঃ।। (অ.বেদ-১৯.২.১)

[34] যাআপোদিব্যাউতবাস্রবন্তিখনিত্রিমাউতবাযাঃস্বয়ঞ্জাঃ।
সমুদ্রার্থাযাঃশুচয়ঃপাবকাস্তাআপোদেবীরিহমামবন্তু ।। (ঋ.বেদ- ৭.৪৯.২)

[35] নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ।। (বা.সং.-১৬.৩৭)
নমঃ কূপ্যায় চাহবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ। (বা.সং.-১৬.৩৮)

[36] কূপ্যাভ্যঃ স্বাহা কূল্যাভ্যঃ স্বাহা বিকর্ষ্যাভ্যঃ স্বাহাঽবটাভ্যঃ স্বাহা খন্যাভ্যঃ স্বাহা হ্রদ্যাভ্যঃ স্বাহা সূদ্যাভ্যঃ স্বাহা সরস্যাভ্যঃ স্বাহা বৈশ্যন্তীভ্যঃ স্বাহা পল্বল্যাভ্যঃ স্বাহা বর্ষ্যাভ্যঃ স্বাহাঽবর্ষ্যাভ্যঃ স্বাহা হ্লাদুনীভীঃ স্বাহা পৃষ্টাভ্যঃ স্বাহা স্যন্দমানাভ্যঃ স্বাহা স্থাবরাভ্যঃ স্বাহা নাদেয়ীভ্যঃ স্বাহ সৈন্ধবীভ্যঃ স্বাহা সমুদ্রিয়াভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বাভ্যঃ স্বাহা।। (তৈ.সং.-৭.৪.১৩)

[37] শং ন আপো ধন্বন্যা শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ।। (অ.বেদ-১.৬.৪)
শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শং তে সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং তে খনিত্রিমা আপঃ শং যাঃ কুম্ভেভিরাভৃতাঃ।। (অ.বেদ- ১৯.২.২)
শং ত আপো হৈমবতী শমু তে সন্তূৎস্যাঃ।

বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য একটি মন্ত্রে[38] কৃষি জমিকে ভারী বর্ষণ সহ্য করার যোগ্য বলা হয়েছে। আবার ভারী বর্ষণ হওয়ার জন্য ধান, যব তৃণ ইত্যাদি উৎপত্তির এবং ধন সম্পদের বৃদ্ধি হওয়ার উল্লেখ অথর্ববেদে[39] আছে। এছাড়াও এই বেদে যজ্ঞের দ্বারা বর্ষা উৎপত্তির কথাও উল্লেখ আছে-

তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দি নীরোষধয়ো ভবন্তু। (অ.বেদ-৪.১৫.১৬)

অর্থাৎ যখন বর্ষা উৎপত্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন সকল প্রকার যজ্ঞ বিভিন্নভাবে করা উচিত। বৈদিকযুগের ভারতীয় কৃষক কৃষির প্রতিটি বিধি এবং প্রবন্ধন সম্বন্ধে ভালোভাবে পরিচিত ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে[40] কৃষির প্রত্যেকটি বিধির উল্লেখ আছে। বিধিগুলি যথাক্রমে কৃষন্তঃ (ভূমি কর্ষণ), বপন্তঃ (বীজ বপন), লুনন্তঃ (শস্য কর্ত্তন বা কাটা) এবং মৃণন্তঃ (শস্য ঝাড়া)। কৃষির সর্বপ্রথম বিধি বা ক্রিয়া হল ভূমির কর্ষণ। ভূমি কর্ষণ করেই ভূমিকে কৃষিকার্যের উপযোগি করে তোলা হয়। কর্ষণ ছাড়া ভূমিতে (জমিতে) কৃষিকার্য করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং অন্ন উৎপাদন করার জন্য ভূমির কর্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি। শুরুতে এই কার্য 'বিল্ব' (বেল) অথবা 'উদুম্বর' (ডুমুর) বৃক্ষের কাঠের তৈরী তীক্ষ্ণাগ্রদণ্ডের দ্বারা কর্ষণক্রিয়া সম্পর্ণ করা হত[41]। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে, অশ্বিনদ্বয় বৈদিকদের লাঙ্গলের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করে কৃষিকর্ম করার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন[42]।বেদে কৃষিকার্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে সর্বপ্রথম লাঙ্গলের বর্ণনা বিভিন্ন মন্ত্রে প্রাপ্ত হয়। সাধারণত ভূমি কর্ষণই হল কৃষিকার্যের প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমান কালের মত বৈদিক কালেও লাঙ্গল এবং বলদের সাহায্যে কর্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ন করা হত।[43] ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্ । (ঋ.বেদ - ১০.১০১.৩)

এখানে 'সীরা' পদটি লাঙ্গল বা হল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যুগা' পদটি অর্থ 'জোয়াল', যা লাঙ্গলের মুখ্য অঙ্গ। সুতরাং জোয়ালে বৃষ সংযোজন করে লাঙ্গল চালনার কথা এই মন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। এইরূপ অর্থ স্বয়ং সায়নাচার্য ও করেছেন। সূক্তের অপর একটি মন্ত্রে মেধাবীদের দ্বারা লাঙ্গল চালানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[44] অতএব প্রশিক্ষিত কৃষকগন সঠিক লাঙ্গল পরিচালনা করতে সক্ষম। বংশ পরম্পরায় এই শিক্ষা প্রচলিত ছিল। আবার অন্যান্যদের থেকেও লাঙ্গল চালনার শিক্ষা নেওয়া হতো। লাঙ্গল চালনাকারী ব্যক্তিকে ঋগ্বেদে 'কীনাশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে-

শুনং কীনাশা অভিয়ন্তু বাহৈঃ। (ঋ.বেদ.-৪.৫৭.৮)

অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে, পৃথু বৈন্য সর্বপ্রথম মনুষ্যগণের জন্য কৃষিকার্যের দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেছিলেন[45]।ফসলের গাছ পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি হলে এবং ফসল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পর কর্ত্তন বা কাটা হয়। বৈদিক যুগে কাটার জন্য মুখ্য সাধন ছিল কাস্তে বা হেঁসো (সৃণি বা দাত্র)। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে ফসল কাটার সময় হেঁসোর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে।

গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভ্যরা অসন্নো নেদীয় ইত্ সৃণ্যঃপক্কমেয়াৎ। (ঋ.বেদ - ১০.১০১.৩)

অথর্ববেদে[46] ফসল কাটার পূর্বে কৃষকের আনন্দের একটি প্রাণোচ্ছল বর্ণনা পাওয়া যায়। কাটা ফসল ছোটো ছোটো মুঠি (পর্ষ) করে বেঁধে খমারে (খলিয়ান) নিয়ে যাওয়া হতো[47]।অথর্ববেদের একটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফসলকে উলূখলের মধ্যে রেখে মূসল দিয়ে কোটা হতো[48]।ফসল ঝাড়ার পর চালুনীতে (তিতউ)[49] চেলে অথবা শূর্প[50] দ্বারা উড়িয়ে ফসল থেকে ঘাস এবং ভূষি আলাদা করা হতো। যজুর্বেদে উল্লেখ আছে যে, সূর্যের কিরণ বীজের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির কারক[51]।অথর্ববেদে[52] পশুদের প্রাকৃতিক সারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মন্ত্রে 'করীষিণীম্' পদের দ্বারা গোবরকে (গোময়) প্রাকৃতিক উর্বরক (জৈব-সার) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে কৃষির ক্ষতিকারক তত্ত্বকে 'ঈতি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথর্ববেদের একটি সূক্তের (অ.বেদ-৬.৫০.১,২,৩) তিনটি মন্ত্রে কৃষিনাশক তত্ত্বের উল্লেখ আছে এবং সেগুলিকে নষ্ট করার কথাও বলা হয়েছে। অথর্ববেদে[53] বিভিন্ন বর্ণের এবং আকারের দৃশ্য-অদৃশ্য কৃমির বর্ণনা পাওয়া যায়। বেদে কীটনাশকরূপে সূর্যের উত্তাপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে[54]। অথর্ববেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরস্বতী নদীর তীরে দেবতাগন মনুষ্যদের মধুর রসযুক্ত যব দিয়েছিলেন, ইন্দ্রদেব লাঙ্গল চালনা করেছিলেন এবং মরুৎগন কৃষক হয়েছিলেন। অতএব এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, উত্তর বৈদিক জনজাতীয় সমাজে রাজার সহযোগ

শং তে সনিষ্যদা আপঃ শমুঃ তে সন্তু বর্ষ্যাঃ।। (অ.বেদ-১৯.২.১)

[38] প্র নভস্ব পৃথিবী ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ।
উদ্গো দিব্যস্য নো ধাতরীশানো দিষ্যাদৃতিম্।। (অ.বেদ- ৭.১৮.১)

[39] ইদং তদ্ যুজ উত্তররমিন্দ্রং শুম্ভাম্যষ্টয়ে।
অস্য ক্ষত্রং শ্রিয়ং মহীং বৃষ্টিরিব বর্ধয়া তৃণম্।। (অ.বেদ- ৬.৫৪.১)
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তেথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ।। (অ.বেদ- ১১.৪.১৭)

[40] শত.ব্রা.- ১.৬.১.৩

[41] ঋ.বেদ- খিলসূক্ত ৫.২২.১০

[42] যবংবৃকেঁনাশ্বিনাবপন্তেষংদুহন্তামনুষায়দস্রা।
অভিদস্যুংবকুরেনাধমন্তোরুজ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায়।। ঋ.বেদে- ১.১১৭.২১

[43] উতোসমহ্যমিন্দুভিঃ ষড়যুক্তাঁ অনুসেষিত্।
গোভির্যবংনচর্কৃষত্।(ঋ.বেদ-১.২৩.১৫)

[44] সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ঃ যুগা বি তন্বতে।
পৃথক্ ধীরাঃ দেবেষু সুম্নয়া।।(ঋ.বেদ-১০.১০১.৪)

[45] তাং পৃথী বৈন্যোঅক্তাং কৃষিং চ সস্যং চধোক্।। অ.বেদ-৬.৫.৫
তে কৃষিং চ সস্যং চ মনুষ্যা উপ জীবন্তি কৃষ্টরাধিরূপজীবিনী
যো ভবতি য এবং বেদ। (অ.বেদ-৬.৫.১২)

[46]অ.বেদ-৩.১৭.৫

[47]ঋ.বেদ-১০.৪৮.৭, অ.বেদ-৮.৬.১৫, ১১.৩.৯, বাজ.সং-১৬.৩৩ নিরু.-৩.১০

[48]অ.বেদ-৯.৬.১৪,১৫, ১০.৯.২৬, ১২.৩.১৩, ১১.৩.৩, "মুসলম্ কাম উলূখলম্।"

[49]ঋ.বেদ-১০.৭১.২, নিরু.-৪.১০

[50]অ.বেদ-৯.৬.১৬, ১০.৯.২৬, তৈত্তি.সং.-১.৬.৮.৩

[51]তস্যাং নো দেবঃ সবিতা ধর্ম সাবিষত্। (বাজ. সং.-১৮.৩০)

[52] 'করীষিণীম্ ফলবতীং স্বধাম'। (অ.বেদ-১৯.৩১.৩)

[53] অ.বেদ-৫.২৩.৪-১০

[54] উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ।
যে অন্তঃ ক্ষয়ো গবি।।(অ.বেদ-২.৩২.১)

এবং সক্রিয় যোগদানের অপেক্ষা করা হত[55]। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষির উপর বিচার করেই বৈদিক এবং ব্রাত্যদের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। কৃষিকার্য না করা লোকেদের ব্রাত্য বলা হয়েছে এবং এদের হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো।

পশুপালন

বৈদিক পরবর্তী সাহিত্যে পশুপালন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিকযুগের অর্থনীতি কৃষি এবং পশুপালনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাই বৈদিকরা কৃষির পাশাপাশি পশুপালনকেও গুরুত্ব দিয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ এবং সপ্তবিধ পশুদের বর্ণনা পাওয়া যায়। দুই ভাগে বিভক্ত পশুদের মধ্যে গ্রাম্য এবং আরণ্য পশুদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত পশুদের মধ্যে গ্রাম্য, আরণ্য এবং বায়ব্য পশুদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- *'পশূংস্তাশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যানগ্রাম্যাশ্চ য়ো।'* (ঋ.বেদ-১০.৯০.৮, বাজ.সং.-৩১.৬, অ.বেদ-১৯.৬.১৪) অথর্ববেদে গায়, অশ্ব, পুরুষ, অজ এবং অবি (ভেড়া), এই পাঁচটি পশুকে একত্রে পঞ্চবিধ পশু বলা হয়েছে-

তমেব পঞ্চপশবো বিভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়। (অ.বেদ-১১.২.৯)

এছাড়াও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[56] সাতপ্রকার পশুর কথা বলা হয়েছে-যথা, অজ, অশ্ব, গায়, মহিষ, বরাহ, হস্তী এবং অশ্বতরী (খচ্চর)। বৈদিকযুগে গ্রাম্যপ্রধান এবং পালিত পশুদের মধ্যে গরুদের (গায়) স্থান সর্বোপরি ছিল। গায় ছাড়াও বেদে অশ্ব, অশ্বতরী, বরাহ, অজ ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশুদের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তগুলিতে[57] দেবতাদের নিকট গায়দের রক্ষা এবং পুষ্টি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বৈদিকযুগে খাদ্য তালিকায় দুগ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল, তাই সেযুগে গো-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বৈদিকরা সর্বদা সচেষ্ট থাকতো। এজন্যই ঋগ্বেদে (সূক্ত-৬.৫৪) গো-সম্পদ বৃদ্ধি এবং তাদের রক্ষার জন্য পূষা দেবতার নিকট ঋষি প্রার্থনা করেছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন জীবিকা

কৃষি ও পশুপালন ছাড়াও বৈদিককালে অর্থনৈতিক বিকাশের আর একটি মাধ্যম বিদ্যমান ছিল, যাকে বাণিজ্য বলা হত। কৃষি, পশুপালন ইত্যাদির সম্বন্ধ দেশজ উৎপাদনের সঙ্গে ছিল, যা প্রাচীনকালে আর্থিক উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অধিকাংশই দেশজ পদ্ধতিতে উৎপন্ন করা হতো। বৈদিকযুগে কৃষির উপর নির্ভর করে কৃষিসংক্রান্ত শিল্পায়নের সূচনা যে হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ শিল্প সেইসময় গড়ে উঠেছিল, এই গুলির মধ্যে বয়নশিল্প, লাক্ষাশিল্প, সোমরস নিষ্কাষণ, সুরা উৎপাদন শিল্প এবং যজ্ঞে ব্যবহৃত উপকরণ নির্মাণ শিল্প। বৈদিককালিন শিল্পগুলির মধ্যে বয়নশিল্পের মহত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে-

"রূপং বা এতত্ পুরুষস্য যদ্ বাসস্তস্মাত্" (ঋ.বেদ-৮.৩.২৪)

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়[58]।বস্ত্র নির্মাণ কার্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই যুক্ত থাকতো। বৈদিক সাহিত্যে অনেক স্থানে সুর্বণের[59] উল্লেখ এবং ধনপতি হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে[60]। যজুর্বেদে[61] ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা বিকাশশীল নগর জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাত্মক অধ্যয়নের দ্বারা জানা যায় যে, তৎকালিন সমাজ আর্থিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধশালী ছিল। ঋগ্বেদে[62] সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। সিন্ধু নদী অশ্ব, রথ, বস্ত্র, সুবর্ণের তৈরী অলঙ্কার, অন্ন, পশম ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং মধুযুক্ত পুষ্পকে ধারণ করে। সুতরাং সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উন্নত ঘোড়া এবং সুসজ্জিত রথ বিদ্যমান ছিল। পশম বস্ত্রের ব্যবহার বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়[63]। বৈদিক সাহিত্যে পশমকে ঊর্ণা[64] বলা হয়েছে। এই কার্যে ব্যবসায়িকরা নিযুক্ত থাকতো এবং দ্রব্যগুলি পরিবহনের জন্য বলদ[65], ঘোড়া, উঁট, কুকুর[66] এবং গাধাকে[67] ব্যবহার করা হত। এই কার্যে মহিষকেও নিযুক্ত করা হত[68]। বৈদিকরা সমুদ্রে যাতায়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিল এবং বণিকশ্রেণী বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য সমুদ্র-যাত্রা করত। ঋগ্বেদে চারটি সমুদ্রের উল্লেখ আছে, যেখানে সোমদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে-

'রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ"। (ঋ.বেদ-৯.৩৩.৬)
'চতুঃ সমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্;"। (ঋ.বেদ-১০.৪৭.২)

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিকরা দূর-দূরান্তে সমুদ্র-যাত্রা করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করত।

উপসংহার – ভারতীয় মুনি–ঋষিগন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর প্রদত্ত বিশাল বেদ রাশির জ্ঞানকে মানব কল্যাণের জন্য দর্শন করেছিলেন। এই জ্ঞান কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার বিচারেই শ্রেষ্ঠ নয়, অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ। বৈদিকযুগের সুব্যবস্থিত সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধিত দিকগুলির নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যের সত্রে সত্রে পাওয়া গেছে। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ণ করে বলা যায়

[55] रामशरणशर्मा, प्राचीन भारत में भैतिक प्रगति, पृ.-127
[56] ঐত.ব্রা.-২.১৭
[57] ঋ.বেদ- ৬.৫৪.৫-৭, অ.বেদ-৪.২১.১,৩,৪,৫
[58] ঋ.বেদ-১০.৮৫.৩৪, ৯.৯৭.৫০, ৯.২২.৬, ১০.১০৬.১, ৯.১০৭.৭, ৮.২.১৬, অ. বেদ-১৪.২.৪১, ১৮.৪.৩১, তৈত্তি. সং.-২.৪.১১.৬, তৈত্তি.ব্রা.-১.৩.৭.১, শত.ব্রা.-৩.৪.৫.১৩-১৫, ৫.২.৮.১
[59] ঋ.বেদ-১.৪৩.৫, ১.১১৭.৫, ৩.৩৪.৯, ৪.১০.৬, ৪.১৭.১১, ৬.৪৭.২৩, ৮.৭৮.৯
[60] যত্কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। (ঋ.বেদ-১০.১২১.১০)
[61] বাজ. সং.-৩০.৬, ৭, ১১, ১৭, ২০
[62] ঋ.বেদ-১০.৭৫.৮
[63] ঋ.বেদ-১.১২৬.৭, ৯.৮.৬, ১০.৭৫.৮, বাজ. সং.-২.২, অ.বেদ-১৪.২.৬৬
[64] ঋ.বেদ-৪.২২.২, ৮.৬৭.৩, বাজ. সং.-১৩.৫০, শত. ব্রা.-১২.৫.১.১৩
[65] ঋ.বেদ-৮.৪৬.৩০
[66] ঋ.বেদ-৮.৪৬.২৮
[67] ঋ.বেদ-৮.৫৬.৩
[68] ঋ.বেদ-৮.১২.৮, ৯.৩৩.১

যে, তৎকালিন সময়ে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক সুদৃঢ় ছিল, কারণ পরিবারের প্রধানের (পিতার) আদেশ সকলেই মেনে চলত। কিন্তু তার পরেও সমাজে কিঞ্চিৎ অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। তবে বৈদিকজাতির মূল্যবোধ ছিল প্রশংসনীয়। এদের বাসস্থান, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন-জীবিকা, উপার্জন অনেকটাই উন্নতপর্যায়ের। সেই যুগে অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল অনেক উন্নত। মূলতঃ বৈদিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান দুটি স্তম্ভ, যথা- কৃষি এবং পশুপালন এবং এর পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল। বৈদিকযুগে ভারতীয় কৃষির সম্পূর্ণ বিকাশ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে কৃষিকার্যকে সর্বোত্তম বলে স্বীকার করা হয়েছে- 'কৃষিস্তু চোত্তমা বৃত্তিঃ'। পশুপালনও সেই সময়ে বৈদিকদের কাছে একটি অন্যতম জীবিকারূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বৈদিকযুগের অর্থনীতি কৃষি এবং পশুপালনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাই বৈদিকরা কৃষির পাশাপাশি পশুপালনকেও গুরুত্ব দিয়েছিল। বৈদিকযুগে কৃষির উপর নির্ভর করে কৃষিসংক্রান্ত শিল্পায়নের সূচনা যে হয়েছিল, একথা নিঃসন্দহে বলা যায়। কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ শিল্প সেইসময় গড়ে উঠেছিল, এই গুলির মধ্যে বস্ত্রবয়ন শিল্প, লাক্ষাশিল্প, সোমরস নিষ্কাষণ, সুরা উৎপাদন শিল্প এবং যজ্ঞে ব্যবহৃত উপকরণ নির্মাণ শিল্প। বৈদিককালিন শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রবয়ন শিল্পের মহত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বৈদিক সমাজ আর্থিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধশালী ছিল। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা ছিল তৎকালিন যুগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থসূচী

1. ঋগ্বেদ - অনু. প. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী (সায়ণ-ভাষ্যসহ)
2. বাজসনেয়ী সংহিতা - (মাধ্যন্দিন শাখা), হিন্দী অনু. ড: রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
3. তৈত্তিরীয় সংহিতা – চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান (মূলপাঠ্য)
4. অথর্ববেদ - সম্পা. প. রামস্বরূপ শর্মা গৌড় (সায়ণ-ভাষ্যসহ)
5. শতপথ ব্রাহ্মণ – প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় (হিন্দি অনুবাদ)
6. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ - সায়ণাচার্যকৃত বেদার্থ ভাষ্য সহিত, সম্পা. সুধাকর মালবীয়
7. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ - সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প্র. পুষ্পেন্দ্র কুমার
8. নিরুক্ত - যাস্ককৃত, প. মুকুন্দ ঝা
9. বৈদিক ইণ্ডেক্স - ম্যাকডনাল এবং কীথ (ইংরাজী)
10. বৈদিক ইণ্ডেক্স - মৈকডাঁনল এবং কীথ (হিন্দী অনু. রামকুমার রায়),
11. বৈদিক অর্থব্যবস্থা - মহাবীর অগ্রবাল
12. অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি – শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য